Mamun Smrity Public High School
P.O. : Sontia Bazar, Upazila & District: Jamalpur
Established: 1994, School Code No: 9040, EIIN: 109930
Center Code: 426, Upazila Code: 340, District Code: 41
Website: www.msphs-edu.com

Ref. No: Date: 21/07/2023

বাণী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

প্রধান শিক্ষক

মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুল

ছোনটিয়া বাজার, জামালপুর।

মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুল একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের নাম। এই গোলাপের বীজ রোপণ করা হয়েছিল ১৯৯০ সনে । বীজ থেকে চারা গাছ, আস্তে আস্তে বড় হওয়া তারপর ফুলের কলি এবং গোলাপ ফুটানো সবই হয়েছে অত্যন্ত যত্ন সহকারে । স্কুল নামের এই বাগানটির পরিচর্যায় অনেকেই নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন । অনেক বড় একটি স্বপ্ন নিয়ে এই বাগানটি সাজিয়েছিলেন যারা, তাদের অনেককেই আমি কাছ থেকে দেখেছি এবং এখনো দেখে যাচ্ছি। কারো কারো হিংসা হলেও আমাকে বলতেই হবে স্কুল নামের এই বাগানটির পরিচর্যায় যিনি প্রথম থেকে কাজ করেছেন এবং এখন পর্যন্তও নিরলসভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন ।

তিনি হলেন দক্ষিণ জামালপুরের অন্যতম কৃতি সন্তান, সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা, বিশিষ্ট আইনজীবি, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এডভোকেট মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব । যার অর্থায়ন, শারীরিক শ্রম ও চিন্তার ফসল হিসেবে মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুল নামের এই গোলাপটি তার মহিমায় সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্কুলটিকে প্রথম থেকেই যিনি ভালোবেসে আন্তরিকতার সাথে সমর্থন করেছেন; তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের অন্যতম কৃতি সন্তান, জামালপুর জেলার গর্ব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ডঃ

আতিউর রহমান স্যার। স্কুল নামের এই গোলাপটির পরিচর্যায় প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যিনি অত্যন্ত কাছে থেকে পরিচর্যা করে যাচ্ছেন; তিনি হলেন দক্ষিণ জামালপুরের আরেক কৃতি সন্তান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, দিগপাইত শামছুল হক ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বিশিষ্ট ও পরিছন্ন রাজনীতিবিদ, বিদ্যালয়ের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আঃ হামিদ স্যার।

গোলাপতুল্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা বীজ রোপণের ভূমিকায় অত্যন্ত কাছে থেকে কাজ করেছেন, আমি যাদেরকে কাছে থেকে দেখেছি তারা হলেন -প্রিন্সিপাল সিদ্দীক হোসেন স্যার, বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব মোহাম্মদ আলী, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস ছামাদ ফকির সাহেবের সুযোগ্য পুত্র জনাব সুরুজ্জামান, আঃ মান্নান খান, শেখ মোঃ ইয়াকুব আলী, দৌলতুজ্জামান দুদু চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব জমির উদ্দিন মেম্বার, জয়নাল আবেদীন ফকির, আঃ মজিদ সরকার, সামছুল হক মেম্বার, আঃ ছালাম মেম্বার, তালেপ আলী মেম্বার, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রাতভাবে জড়িত আছেন আলহাজ্ব ফজলুল হক মাস্টার সাহেব, আফছার আলী মন্ডল সাহেব। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের মধ্যে সাবেক চেয়ারম্যান একেএম মাহবুবুর রহমান মহব্বত সাহেব । আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আলহাজ্ব মৌলভী মফিজ উদ্দিন আহম্মেদকে । যিনি সব সময় বিদ্যালয়ে এসে বসে থাকতেন এবং সব কিছুর খোঁজ খবর নিতেন। বিদ্যালয়টির প্রথম থেকেই আমি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে এখন পর্যন্ত আছি । এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে থাকতে পেরে আমি মহান আল্লাহপাকের নিকট শুকরিয়া জানাই। গোলাপতুল্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই যেহেতু আমি আছি, তাই আমার অনেক স্মৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে । সবকিছু লিখতে গেলে হয়তো এই প্রকাশনায় দেয়া সম্ভব হবে না ।

আমাদের মরহুম শিক্ষক মজিবুর রহমান ভাইকে নিয়ে অনেক স্মৃতি আছে। তিনি কর্মজীবনেই হঠাৎ আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছেন । আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ১৯৯০ সনে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটির শৃঙ্খলার দায়ভার

মজিবুর ভাইয়ের উপরই অনেকটাই নির্ভর করত। প্রথম দিকে আমরা শৃঙ্খলার শিক্ষা পেয়েছিলাম জনাব সুরুজ্জামান ভাইয়ের নিকট থেকে । এজন্য আমি প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাদের নিকট কৃতজ্ঞ । গোলাপতুল্য এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন ১৯৯৩ সনে ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দিবে, তখন আমরা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যাই । কারণ বৃত্তি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের ভীত নড়বড়ে হয়ে যাবে। তাই চিন্তা করলাম বৃত্তির ছাত্রদের স্কুলে রেখে রাত্রেও লেখাপড়া করাতে হবে। এই চিন্তা ভাবনা থেকেই তৎকালীন অফিস মামুন স্মৃতি সংঘের ঘরের এক কোণায় একটি চৌকি রেখে সেখানেই আবাসিক হলের কার্যক্রম শুরু করা হলো। এই আবাসিক হলের প্রথম শিক্ষার্থী হলো তিন জন । তারা হলো-১৯৯৯ ব্যাচের ছানোয়ার, শাহীন, দিলদার। অন্যান্য পরীক্ষার্থী যারা বিদ্যালয়ের আশপাশের তারা রাত্রে পড়ালেখা করে বাসায় চলে যেত। এই আবাসিক হলের প্রথম শিক্ষক ছিলাম আমি । আল্লাহর রহমতে বৃত্তি পরীক্ষায় আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল। তারপর থেকেই আস্তে আস্তে আবাসিক হল বৃদ্ধি পেতে থাকে; সেখানে জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলার ছেলেরাও থাকত এবং তাদের সাথে অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে । ১৯৯৩ সনে আবাসিক সিস্টেম শুরু হয়ে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলেছে। বিদ্যালয়ের জায়গা সংকটের কারণে আবাসিক ব্যবস্থা ধরে রাখা সম্ভব হয় নাই ।

এ পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে এসএসসি পাস করে চলে গেছে। আমার চলে যাওয়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা উদ্যোগ নিয়েছে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন করে তাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্মরণ রাখবে। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ । বাংলাদেশের ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আছে। আমাদের এসএসসি ১ম ব্যাচের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই সংগঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তাদের এই উদ্যোগের সাথে পরবর্তী ব্যাচের যে সকল শিক্ষার্থীরা একাত্মতা পোষণ করে সংগঠনের জন্য কাজ করে যাচেছ তাদের জন্য রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার সাথে সবসময় যোগাযোগ করেছে আমাদের প্রিয় ছাত্র এডভোকেট এনামুল হক এরশাদ, ছানোয়ার

হোসেন, মেহেদী হাসান শিশির, তাসলিমা হক মনা ও এডভোকেট মেহরাব হাসান মামুন। আমি তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি ।

যারা এখনো এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে একাত্ম হচ্ছে না, আমি আশা করি তারাও তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে যাবে। ঈদুল আযহার ২য় দিন (২০২২ ইং) একটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে তাদের প্রতি শুভ কামনা রইলো । পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যেটি বিদ্যালয়ের স্মৃতির পাতাকে আরো সুদৃঢ় করবে। গোলাপতুল্য এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পূর্ণ বিকশিত হয়ে পাপড়ি মেলে আকাশে-বাতাসে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে যার সুভাসে আলোকিত হয়েছে আমাদের এলাকা, আমাদের জাতি তথা বাংলাদেশ । আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে কর্মরত আছে । তোমাদের দেশপ্রেম, তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তোমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মহান আল্লাহর নিকট সব সময় প্রার্থনা করি ।

তোমরা ভালো থাকবে। যেখানেই থাকো আমার মৃত্য সংবাদ পেলে সম্ভব হলে জানাজায় শরিক হবে, সম্ভব না হলে আমার জন্য দোয়া করবে । আল্লাহ যেন আমাকে পরকালে বেহেস্ত নসিব করে এই কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

(পুনর্মিলনী-২০২২ এর স্যুভেনির/ স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলিত) ।